International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-VI, November 2023, Page No.124-130
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.124-130

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক': একটি শৈলীগত অনুধাবন

ড. সুপেন্দ্র নাথ রায়

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজ, করিমগঞ্জ, ভারত

কণিকা রায়

গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি, ভারত

Abstract:

Style is the manner of speech of a writer. Every writer's style is different. The uniqueness of the writing carries the identity of the writer. Bibhutibhushan Bandyopadhyay, the legendary novelist of Bengali literature, also expressed his own style through his writings. One of his famous novels 'Aranyak' reveals various features of the style. Reading this novel, it seems that he had played his role as a story teller. He used Sanskrit word, native and foreign words. The novel contains numerous slang words, synonyms, antonyms, disyllabic and phonetic words. He repeated the same word again and again in a sentence. Various ornaments have also been used in the novel. He used regional words and languages. Adjective are used in multiple sentences. A sequential account of events is also seen in the novel. The use of long sentences is one of the features of the novel style.

Key Word: Style, Identity, Story teller, Sanskrit word, Foreign word, Slang word, Phonetic word, Ornament, Regional word, Long sentence.

মূল প্রবন্ধ: কথিত আছে একদিন সরযূ নদীতে স্নান সেরে আশ্রমে ফিরছিলেন বাল্মীকি।পথে তাঁর সম্মুখেই এক ব্যাধ একটি ক্রৌঞ্চকে তীরবিদ্ধ করে। ফলে ক্রৌঞ্চী নিহত ক্রৌঞ্চের ওপর পড়ে করুণ সুরে বিলাপ করতে থাকে। এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে ক্রুদ্ধ বাল্মীকি ব্যাধের উদ্দেশে বলেন-

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম।।'

এই শ্লোক উচ্চারণের পর পরেই অবাক হন তিনি- এ কী উচ্চারণ করলেন! ফিরে আসি রবীন্দ্রনাথের একটি গানে। সেখানে শ্রোতা গায়কের গান শুনে বলছেন-

'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী,
অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।'

পরিলক্ষিত হচ্ছে দুই ক্ষেত্রেই 'অবাক' হওয়ার বিষয়টি। কেন দু'জনেই অবাক হলেন? আসলে সাহিত্য ও শিল্পের ভাষা পৃথক, প্রকাশভঙ্গি পৃথক, ব্যঞ্জনা পৃথক। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে ও যে ভাষায় ভাব প্রকাশ করি, সাহিত্য ও শিল্পে তো সেভাবে ভাবপ্রকাশ করলে হয় না। কারণ সেখানকার ভাব প্রকাশের ভাষা পৃথক, প্রকাশভঙ্গি পৃথক। আবার প্রতিদিনের প্রসঙ্গ বা পরিস্থিতি অনুযায়ী আমরা কখনো কখনো কথার ধরন পালটে ফেলি। যেমন- গৃহে আমরা যেভাবে ও যে ভাষায় কথা বলি, গৃহের বাইরে ঠিক সেভাবে করি না। আবার একজন শিক্ষক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে ভাষায় শিক্ষাদান করেন, সভা-সমিতিতে তিনি সেটি করেন না। অন্যদিকে রাজনৈতিক জগতের ভাষাও আলাদা। তেমনি সাহিত্য ও শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গি পৃথক পৃথক। একজন লেখক যে ভঙ্গিতে ও যে ভাষায় কবিতা লেখেন সেই একই ভঙ্গিতে তিনি কিন্তু প্রবন্ধ লেখেন না। আবার কোনো লেখকের লেখার লক্ষ্য যদি সহৃদয় হৃদয়সংবাদী পাঠক হন সেক্ষেত্রে তিনি যে ভাষা প্রয়োগ করেন শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি সেই একই ভাষা প্রয়োগ করেন না। দেখা যায় দুই ক্ষেত্রেই ভাষাবুনন পৃথক। সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখকের এই ভাষাভঙ্গি তথা প্রকাশভঙ্গির দিকটিই শৈলী নামে পরিচিত। অর্থাৎ কেমন করে একজন লেখক তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বক্তব্য তুলে ধরছেন, রচনাপদ্ধতি নির্মাণ করছেন তার সুলুকসন্ধান করাই Style বা শৈলীর উদ্দেশ্য।

সুতরাং শৈলী হল এক ধরনের বিচ্যুতি, প্রতিদিনের কেজো ভাষা হতে বিচ্যুতি। বলা হয় যা কিছু রীতিসিদ্ধ ও স্বাভাবিক তা থেকে সরে যাওয়ার মাধ্যমেই শিল্পের প্রকাশ। শৈলীর কাজ ঠিক এখানেই - প্রচলিত রীতি ও স্বাভাবিক আদর্শ হতে একজন লেখক ঠিক কোন জায়গায় সরলেন এবং কীভাবে সরলেন। তবে শৈলী শুধু শব্দ, অর্থ, ধ্বনি, ও বাক্যগত বিচ্যুতির অনুসন্ধানই করে না, বয়ানের কোথায় কোথায় লেখক অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ করছেন, কোথায় অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করছেন, কীভাবে কর্তা ও ক্রিয়াহীন বাক্য নির্মাণ করছেন ইত্যাদি নানান দিকের অনুসন্ধান করাও শৈলীর কাজ। শৈলীবিজ্ঞানীরা বলছেন এই বিচ্যুতির মাত্রা নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। রচনার বিষয়, তার উদ্দেশ্য, পাঠকের যোগ্যতা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি আরও নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে বিচ্যুতির মাত্রা। এজন্যেই রামেশ্বর শ' বলেছেন, 'লেখক বা বক্তার মনন, চিন্তন, অনুভবের যে নিজস্ব রীতি তারই প্রকাশ হচ্ছে শৈলী।'[১] ঠিক একই বক্তব্য ধ্বনিত হয়েছে অভিজিৎ মজুমদারের কণ্ঠে। তিনি লিখেছেন, 'লেখকের জটিল চিন্তা এবং অনুভূতি ভাষার বুনোটে কীভাবে প্রতিফলিত হয় তার অন্বেষণেই শৈলীবিজ্ঞান নিয়জিত।'[২]

''১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকায় 'প্রাইভেট সেক্রেটারী চাই' এই মর্মে একটি বিজ্ঞাপন দেখে বিভূতিভূষণ দরখাস্ত করেন।''[৩] এতে বিভূতিভূষণ(১৮৯৪-১৯৫০) সফল হন ও ভাগলপুরের পাথুরিয়াঘাটার বিশাল জমিদারি এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ হন। এখানে ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত একটানা ৬ বছর থাকেন তিনি। ভাগলপুরের অরণ্যপ্রকৃতি ও নানান প্রকৃতির মানুষের সংস্পর্শে এসে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা বিভূতিভূষণ অর্জন করেন তার ইতিবৃত্তই 'আরণ্যক' উপন্যাসের কথক সত্যচরণের জবানবন্দির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। দেখতে পাই সমগ্র উপন্যাসটি পরিবেশিত হয়েছে উত্তমপুরুষে। প্রথমদিকে সত্যচরণের নির্জন অরণ্যে হাঁপিয়ে ওঠা, ক্রমে তার প্রেমে পড়া ও শেষে এই অরণ্যের ধ্বংস ডেকে আনা ইত্যাদি নানা ঘটনা ও চরিত্রের বিন্যাসে গড়ে উঠেছে উপন্যাসটি। উপন্যাসটির নিবিড় পাঠে শৈলীর যে লক্ষণগুলি আভাসিত হয়েছে তা এখানে আলোচিত হল-

ক) গল্পগুণ: উপন্যাসটি পাঠ করতে গিয়ে দেখা যায় বিভূতিভূষণ যেভাবে তাঁর বয়ান পরিবেশন করছেন তা যেন ঠিক গল্পের মত। ঠাকুরদা-ঠাকুমারা নাতি-নাতনিদের যে ভঙ্গিতে গল্প শোনান ঠিক সেই ভঙ্গিটিই ধরা পড়েছে এখানে। যেমন তিনি বলছেন-

'পনের- ষোল বছর আগের কথা। বি.এ. পাশ করিয়া কলিকাতায় বসিয়া আছি।'[৪]

কিংবা,

'বছর দশেক আগে এ অঞ্চলে দেবী সিং রাজপুতের বড় রবরবা ছিল। তার ভয়ে যত গাঙ্গোতা আর চাশি ও চরির প্রজা জুজু হয়ে থাকত।'[৫]

খ) শব্দভাণ্ডারের বৈচিত্র্য: 'আরণ্যক' উপন্যাসের সমগ্র পরিসর জুড়ে বিচিত্র শব্দের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। তৎসম শব্দ, অর্ধতৎসম শব্দও, দেশি শব্দ, বিদেশি শব্দ ইত্যাদি নানাবিধ শব্দ দিয়ে বয়ানের জাল বিস্তার করেছেন বিভূতিভূষণ। যেমন- তৎসম শব্দের মধ্যে রয়েছে সূর্য, চন্দ্র, জ্যোৎস্না, রাত্রি, বৃষ্টি, রৌদ্র, পুত্র, কন্যা, শিক্ষা, ছাত্র, বন, বৃক্ষ, লতা, জল, জীবন, নারী, পুরুষ। অর্ধতৎসম শব্দের মধ্যে রয়েছে ক্ষিদে, উঁচু, অত্যাচার, ক্রোশ, চাঁদ, চিহ্ন ইত্যাদি। ব্যবহৃত দেশি শব্দগুলি হল উপকার, বসন্ত, ভুট্টা, রুটি, ঠিকানা, পাটোয়ারি, ধকল, কুকুর, চুরুট, খোঁপা, মাঠ, তেঁতুল, শিকড়, লাঠি, ঘুম প্রভৃতি। বেদেশি শব্দের মধ্যে মেস, ম্যানেজার, মার্চেন্ট, সার্ভে, লাইব্রেরি, থিয়েটার, ম্যাজিস্ট্রেট, গভর্নমেন্ট, ফরেস্ট, ক্যাম্প, রিপোর্ট, চেয়ার, পিকনিক, খাজনা, দলিল, সিপাই, পেঁপে, পেয়ারা, চা, চিনি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ) মুণ্ডমাল শব্দ : 'আরণ্যক' উপন্যাসে কেবলমাত্র একটিই মুণ্ডমাল শব্দ বিভূতিভূষণ ব্যবহার করেছেন। সেটি হল বি.এ.।

ঘ) সমার্থক শব্দ: সমার্থক উজ্জ্বল উপস্থিতি 'আরণ্যক' উপন্যাসের গদ্যশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন- হাসি-খুশি, আদর-আপ্যায়ন, জন্তু-জানোয়ার, অভাব-অনটন, কুসম-ফুল, চিঠি-পত্র, গল্প-গুজব, ধীরে-সুস্থে ইত্যাদি সমার্থক শব্দ উপন্যাসটিতে যত্রতত্র বিদ্যমান।

ঙ) বিপরীত শব্দ: অসংখ্য বিপরীতধর্মী শব্দের ব্যবহার 'আরণ্যক' উপন্যাসের গদ্যশৈলীর অপর একটি লক্ষণ। যেমন- বিশ-পঁচিশ, আট-নয়, পনের-ষোল, দশ-পনের, ত্রিশ-বত্রিশ, সুঃখে-দুঃখে, লাভ-লোকসান, তের-চৌদ্দ, সাতাশ-আটাশ, উঁচু-নীচু, পাওনা-দেনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

চ) শব্দদ্বৈত: 'আরণ্যক' উপন্যাসের গদ্যশৈলীর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল একাধিক শব্দদ্বৈতের ব্যবহার। যেমনও- দোকান-টোকান, ছুটাছুটি, লেখা-জোখা, খাওয়া-দাওয়া, ছেড়ে-ছুড়ে প্রভৃতি।

ছ) ধ্বন্যাত্মক শব্দ: ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ করেও বিভূতিভূষণ 'আরণ্যক' উপন্যাসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। যেমনও- গুড়ুমগুড়ুম, খিলখিল, শনশন, চিকচিক, জ্বলজ্বল, টসটস, ঝরঝর, কলকল, ধুমধাম, চকচক, মটমট, টিপটিপ, কেঁউকেঁউ ইত্যাদি।

জ) শব্দের পুনরাবৃত্তি: 'আরণ্যক' উপন্যাসের অনেক স্থলে একই বাক্যে একই শব্দের বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। যেমন-

'আজ এক বছরের উপর হইল জোড়াসাঁকো স্কুলের চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছি – অথবা বসিয়া ঠিক নাই, চাকুরির খোঁজে হেন মার্চেন্ট আপিস নাই, হেন স্কুল নাই, হেন খবরের কাগজের আপিস নাই, হেন

বড়লোকের বাড়ি নাই – যেখানে অন্তত দশ বার না হাঁটাহাঁটি করিয়াছি, কিন্তু সকলেরই এক কথা, চাকুরি খালি নাই।'[৬]

কিংবা,

'আমি কলিকাতার কলেজে পড়িয়া মানুষ হইয়াছি, হয় কোন কাজ, নয়তো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা, নয় বই, নয় সিনেমা, নয় বেড়ানো – এ ছাড়া মানুষ কি করিয়া থাকে বুঝি না।'[৭]

কিংবা,

'ঘরে একখানা ভাল ছবি নাই, ভাল বই নাই, ভাল কৌচ-কেদারা দূরের কথা, ভাল তাকিয়া-বালিশ-সাজানো বিছানাও নাই।'[৮]

ঝ) অলঙ্কার: অনুপ্রাস ও উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ 'আরণ্যক' উপন্যাসের গদ্যশৈলীর বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছে। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ করেছেন বলে অনুমান হয়। যেমন-

অনুপ্রাস অলঙ্কার - 'তখন সঙ্কল্প করিলাম, এ মাসের আর সামান্য দিনই বাকি, সামনের মাসটা কোনরূপে চোখ বুজিয়া কাটাইব, তার পর অবিনাশকে একখানা লম্বা পত্র লিখিয়া চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া সভ্য বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা পাইয়া, সভ্য খাদ্য খাইয়া, সভ্য সুরের সঙ্গীত শুনিয়া, মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া, বহু মানবের আনন্দ-উল্লাসভরা কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাঁচিব।'[৯]

কিংবা,

উপমা অলঙ্কার – 'আরও দেখিয়াছি, এ-দেশের প্রান্তর যেমন উদার, অরণ্যানী, মেঘমালা, শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা – ভানুমতীর ব্যবহার তেমনি সঙ্কোচহীন, সরল, বাধাহীন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের মত স্বাভাবিক।'[১০]

ঞ) আঞ্চলিক শব্দ ও ভাষার ব্যবহার: উপন্যাসের পটভূমি যেহেতু মুঙ্গের, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, ছাপড়া, লবটুলিয়া, বইহার, আজমাবাদ ইত্যাদি অঞ্চল, ফলে স্বাভাবিকভাবেই এইসব অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা উপন্যাসটির ব্যাপক পরিসর জুড়ে রয়েছে। যেমন-

'হো গৈল, হুজুরকী কৃপা-সে – কড়াইয়া হো গৈল।'[১১]

কিংবা,

'অর্ধেক দিন রামধনিয়া টহলদার আসিয়া জানায় – কুঁয়ামে পানি নেই ছে হুজুর।'[১২]

কিংবা,

'রামবিরিজ সিং চাকলাদার অবাক হইয়া বলিল – পানি কাঁহা নেই ছে ... আরে এ লাল হাঁসকা জেরা কাঁহাছে আয়া, ভাই রামলগন?'[১৩]

কিংবা,

'একটু পরে তাহার বালিকা-কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল – আরে নীলগাইয়া তো ভাগলুয়া হৈ রে ছনিয়া – উধার – ইধার – জলদি পাকড়া -'[১৪]

ট) বিশেষণের ব্যবহার: বিশেষণের ব্যবহার 'আরণ্যক' উপন্যাসের শৈলীর অপর একটি দিক। কথক সত্যচরণ তার অরণ্যজীবনের অভিজ্ঞতাকে নানান বিশেষণের সহিত প্রকাশ করেছে। যেমন-

'এমন বিশাল ছেদহীন, বাধাবন্ধনহীন, উদ্দাম সৌন্দর্যময়ী আরণ্যভূমি দেশের একটা বড় সম্পদ -'[১৫]

কিংবা,

'বুঝিলাম লোকটা পাকা ঘুঘু।'[১৬]

ঠ) ঘটনার ক্রমিক বর্ণনা: ঘটনার ক্রমিক বর্ণনা এই উপন্যাসের শৈলীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন- 'গনোরী তেওয়ারীর বয়স যখন বারো বছর, তার বাপ তখন মারা যায়। এক বৃদ্ধা পিসিমা তাহাকে মানুষ করে, সে পিসিমাও বাপের মৃত্যুর বছর-পাঁচ পরে যখন মারা গেলেন, গনোরী তখন জগতে ভাগ্য অন্বেষণে বাহির হইল।'[১৭]

ড) সামাজিক অবস্থান : আমরা বুঝি বা না জানি – দেখা যায় অনেক সময় সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করেই নির্মিত হয় সামাজিক সম্পর্ক। 'আরণ্যক' উপন্যাসেও তাই ঘটেছে যা শৈলীর একটি বিশেষ লক্ষণ। যেমন- উপন্যাসটির কাছারীর মুহুরী গোষ্ঠ চক্রবর্তী, বাঙালি ডাক্তারের বিধবা স্ত্রী ও কবি বেঙ্কটেশ্বরকে সত্যচরণ 'আপনি' সম্বোধন করেছে। কারণ সমাজে এদের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। আর বাকি সকল চরিত্রকে সত্যচরণ কখনো 'তুমি', কখনো 'তুই' বলে সম্বোধন করেছে। কারণ এদের সামাজিক অবস্থান অনেক নিচুতে। তাই সামাজিক অবস্থানের নিম্নে অবস্থিত মুনেশ্বর সিং, পাটোয়ারী, গনু মাহাতো ও ধাতুরিয়ার মত চরিত্ররা সামাজিক অবস্থানের অনেক উচ্চে অবস্থিত সত্যচরণকে কখনো 'হুজুর' ও কখনো 'বাবুজী' বলে সম্বোধন করেছে।

ঢ) দীর্ঘ বাক্য ও যতিচিহ্নের বহুল ব্যবহার: দীর্ঘ বাক্য ও যতিচিহ্নের বহুল ব্যবহার 'আরণ্যক' উপন্যাসের শৈলীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। হয়ত ক্ষুদ্র বাক্য লেখকের ভাব প্রকাশের উপযুক্ত নয়, তাই তিনি বৃহৎ বাক্যের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন- 'কতবার এই ক্ষান্তবর্ষণ মেঘ-থমকানো সন্ধ্যায় এই মুক্ত প্রান্তরে সীমাহীনতার মধ্যে কোন দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি – এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্চী, রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী, মহালিখারূপের পাহাড়, সেই দরিদ্র গোঁড়-পরিবার, আকাশ, ব্যোম সবই তার সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত – তাঁরই আশীর্বাদ আজিকার এই নবনীলনীরদমালার মতই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে – এই বর্ষা-সন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, এই মুক্ত জীবনানন্দ তাঁরই বাণী, অন্তরের অন্তরে যে বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোলে।'[১৮]

ণ) লেখকের দৃষ্টিতে চরিত্র : 'আরণ্যক' উপন্যাসের শৈলীর আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল লেখকের দৃষ্টিতে চরিত্র নির্মাণ। উপন্যাসটির পাঠে দেখা যায় বয়ানের চরিত্র সম্পর্কে পাঠকের ধারণা বা ছবি গড়ে ওঠার পূর্বেই বিভূতিভূষণ চরিত্রের খুঁটিনাটি বর্ণনা পাঠের সম্মুখে এনে হাজির করছেন। যেমন-

'লোকটির নাম গনোরী তেওয়ারী, শ্যামবর্ণ; দোহারা চেহারা, মাথায় বড় চুল, কপালে দুটি লম্বা ফোঁটা কাটা, এই শীতে গায়ে একখানা মোটা চাদর ছাড়া আর কিছু নাই, এ-দেশের রীতি অনুযায়ী গায়ে একটা মেরজাই থাকা উচিত ছিল, তা পর্যন্ত নাই।'[১৯]

কিংবা,

'আগুনের আলোতে উহার মুখ দেখিলাম – বেশ চওড়া কপাল, উঁচু নাক, রং কালো – মুখশ্রী সরল, শান্ত চোখের দৃষ্টি। বয়স ষাটের উপর হইবে, মাথার চুল একটিও কালো নাই। কিন্তু শরীর এমন সুগঠিত যে, এই বয়সেও প্রত্যেকটি মাংসপেশী আলাদা করিয়া গুনিয়া লওয়া যায়।'[২০]

ত) ধ্বনিগত বিচ্যুতি : ধ্বনির বিচ্যুতি 'আরণ্যক' উপন্যাসে বারংবার ঘটেছে। যেমন- দু'তিনশ', ন', দু'তিন, দু'একটি, পাঁচ-শ', এক-শ', আট-ন', দু'তিনটি, পাঁচ-ছ', ন'মাইল, ন'টায় ইত্যাদি।

থ) আন্বয়িক বিচ্যুতি : 'আরণ্যক' উপন্যাসের একাধিক স্থলে ঔপন্যাসিক বাক্য গঠনের ব্যাকরণগত নিয়মকে অমান্য করেছেন অর্থাৎ আন্বয়িক বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন। যেমন-

'হঠাৎ পথে সতীশের সঙ্গে দেখা।'[২১]

কিংবা,

'এ-অঞ্চলের যত গরীব গাঙ্গোতা জাতীয় প্রজার মহাজন হইল সে।'[২২]

কিংবা,

'লোকটা ভাল নয় দেখিলাম।'[২৩]

দ) লৈখিক বিচ্যুতি: 'আরণ্যক' উপন্যাসের একেবারে শেষদিকে দুই জায়গায় ঔপন্যাসিক লৈখিক বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন। দেখা যায় ভানুমতীর কাছ থেকে শেষ বিদায় নেওয়ার পরবর্তী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সত্যচরণ পাঠককে আর জানায়নি। পরিবর্তে তিন ভাগে বারোটি ডট চিহ্ন দিয়ে দায় সেরে ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে সত্যচরণ। ঠিক একইভাবে সুরতিয়ার সঙ্গে শেষ কথা হওয়ার পর আর কিছু না বলেই পাঁচটি ডট চিহ্ন দিয়ে দায় সেরে অন্য প্রসঙ্গ শুরু করেছে সত্যচরণ। যেমন-

'উহার অনুরোধে সকালে রওনা হইতে পারিলাম না – দুপুরের আহারাদির পরে বিদায় লইলাম। ... ...'[২৪]

কিংবা,

'ইস! মিথ্যে কথা! .....'[২৫]

তথ্যসূত্র:

1) শ', রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল- অগ্রহায়ণ ১৪০৩, পৃষ্ঠা- ৪৮।
2) মজুমদার, অভিজিৎ, শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা- ২।
3) বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'আরণ্যক', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টাদশ মুদ্রণ- অগ্রহায়ণ ১৪১০, পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা- ২।
4) বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'আরণ্যক', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টাদশ মুদ্রণ- অগ্রহায়ণ ১৪১০, পৃষ্ঠা- ৫।
5) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৪।
6) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫-৬।
7) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২।
8) তদেব, পৃষ্ঠা- ৬১।
9) তদেব, পৃষ্ঠা- ১০।
10) তদেব, পৃষ্ঠা- ১২২।
11) তদেব, পৃষ্ঠা- ১১।
12) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪।
13) তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮।
14) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩০।
15) তদেব, পৃষ্ঠা- ৭৭।
16) তদেব, পৃষ্ঠা- ৮৪।
17) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪।
18) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৯।
19) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪।
20) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮।
21) তদেব, পৃষ্ঠা- ৬।
22) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৯।
23) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৩৩।
24) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৬।
25) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৬৭।